তালেবান
আল-কায়দার নেতা
রাফেজীদের ভাই
আল-আদালাহ ফাউন্ডেশন

মুস্তাফা আল ইরাকি এর

Taliban - leaders of al-Qaeda - brothers of Rafidha

আর্টিকেল অবলম্বনে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

তালেবান - আল-কায়দার নেতা - রাফেজীদের ভাই

নাওয়াকিদুল ইসলামের (ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ) ৩য় নাকিদ হচ্ছেঃ

যে মুশরিকদের কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের ধর্মমতকে সঠিক মনে করে, সে নিজে কাফিরঃ

রাফেজীদের নেতা/পণ্ডিতদের আবির্ভাবের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাদের কুফরের ব্যাপারে আলেমদের মাঝে ইজমা রয়েছে এবং যদি কেউ তাদের উপর তাকফির না করে অথবা তাদের কাফির হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তবে সে নিজেই একজন কাফির।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) আস-সারিম আল-মাসলুল-এ বলেন, "যে আলী (রাঃ) কে ইবাদতের যোগ্য মনে করে এবং এর মাধ্যমে তাঁকে অপমান করে অথবা যে বলে তিনি নবী (সাঃ) এর সাথে ছিলেন এবং জিবরাঈল ভুল করে আলীর পরিবর্তে নবী (সাঃ) কে বার্তা প্রদান করেছে, তাহলে তার কুফরের (অবিশ্বাস) ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এবং ঐ ব্যক্তির কাফির হওয়ার বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে তাকে তাকফির (কাফির ঘোষণা করতে) করতে অস্বীকার করে"।

"এবং ঐ ব্যক্তির কাফির হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যে তাকে তাকফীর করতে অস্বীকার করে"।

এবং তিনি রাফেজীদের বিষয়ে আস-সারিম আল-মাসলুল-এ আরও বলেন, "যে দাবি করে কুরআনের কিছু আয়াত বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা কিছু আয়াত গোপন করা হয়েছে, তাকে তাকফির করার ক্ষেত্রেও কোন মতপার্থক্য নেই। এছাড়াও, যে দাবি করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী সময়ে খুব অল্প সংখ্যক সাহাবী যাদের সংখ্যা বারো জনের বেশি নয়, তারা ছাড়া বাকী সবাই মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল, অথবা তাদের বেশিরভাগ ফাসিকে পরিণত হয়েছিল (বড় পাপী), তাহলে তাকেও তাকফির করার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা এর মাধ্যমে সে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশিত তাদের প্রশংসার আয়াত অস্বীকার করেছে। বরং, যে এ ধরনের ব্যক্তির কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ করে, তার উপর তাকফির করা বাধ্যতামূলক"।

“বরং, যে এ ধরনের ব্যক্তির কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ করে, তার উপর তাকফির করা বাধ্যতামূলক”।

এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল লতিফ আলী শাইখ এই বিষয়ে আদ-দুরারে মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেন, “সুতরাং একদম ভিত্তিগতভাবে রাফেজীদের রায় দেয়া হচ্ছে । এবং বর্তমান সময়ে, তাদের অবস্থা আরো ঘৃণ্য ও নৃশংস। কারণ আহলুল বায়াত (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) এবং অন্যান্যদের পরিবর্তে তাদের আউলিয়াদের প্রতি তারা চরমপন্থি আকিদার সংযোজন ঘটিয়েছে। এবং তারা বিশ্বাস করে যে তাদের আউলিয়াগণ কঠিন কিংবা সহজ যে কোন মূহুর্তে কল্যাণ এবং ক্ষতি বয়ে আনতে পারে । এবং তারা এটিকে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একটি উপায় ও দ্বীনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে, যাতে তাদের লেগে থাকা উচিত। অতএব, যে কেউ তাদের কুফরের ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করে এবং তাদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের অবস্থা হচ্ছে; তারা রসূলগণের প্রেরিত হওয়ার আসল উদ্দেশ্যের বিষয়ে অজ্ঞ এবং যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়েও মূর্খ। সুতরাং কবরে প্রবেশের পূর্বে তাকে তার ঈমান পুনরায় পরীক্ষা করে নিতে বলুন”।

“সুতরাং কবরে প্রবেশের পূর্বে তাকে তার ঈমান পুনরায় পরীক্ষা করে নিতে বলুন” ।

এবং আজ খুরাসানে আমাদের জন্য একটি তথাকথিত “ইসলামিক ইমারত” রয়েছে (তালেবান), যাদেরকে জিহাদের ইহুদী দল আল-কায়দা বায়াত দিয়েছে এবং তাদের আলেমগণ কানাডা থেকে লন্ডন, জর্দান ইত্যাদি দেশ থেকে তাদের প্রশংসা করে এবং তাদের ব্যাপারে সর্বোত্তম কথা বলে এবং তাদেরকে এই উম্মাহর নেতা হিসেবে প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে তুলে ধরে সাহসী মুজাহিদীন হিসেবে যারা কিনা “আল্লাহর জন্য” লড়াই করছে।

এই তথাকথিত “ইমারত” -রাফেজী সম্প্রদায়ের “সাধারণ লোকদের” এই বিষয়টি আপাতত পাশে রেখে দিয়েছে এবং রাফেজীদের ব্যাপারে “অজ্ঞতার অজুহাত” তুলে ধরেছে, তাদের আলেমদের থেকে নেতা পর্যন্ত সবার প্রতি তারা ওয়ালা (বন্ধুত্ব) পোষণ করে আর যারা রাফেজীদের ঘৃণ্য অপকর্ম থেকে পৃথিবীকে বিশুদ্ধ করতে চায় তাদের প্রতি বা'রা(শত্রুতা) পোষণ করে, রাফেজীদের মৃত্যুতে তারা শোক প্রকাশ করে এবং তাদেরকে হত্যার নিন্দা জানায়, তাদের সাথে সাদৃশ্য ও শান্তি বজায় রাখতে চায়, তাদের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এমনকি তাদের জন্য প্রতিশোধও গ্রহণ করে! এই সব কিছুই তারা ওয়াতান অর্থাৎ দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের নামে করে থাকে। এমনকি তারা তাদের নিজস্ব বাহিনীতে রাফেজীদের নিয়োগ দিয়েছে এবং তাদের সাথে পাশাপাশি যুদ্ধ করছে !

জাতীয়তাবাদী তালেবান অফিশিয়ালি বলেছেঃ "প্রকৃতপক্ষে ইরান একটি ইসলামী রাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানের সাথে তাদের বর্ডার রয়েছে"। [বিবৃতি; ইসলামিক ইমারতের বৈদেশিক নীতি দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে] http://alsomod-iea.info/?p=2662

এবং প্রত্যেকবারই রাফেজীদের বিরুদ্ধে যখন কেউ অভিযান চালায়, তখন তারা চোখের জল ফেলে দাবি করে যে "শিয়া এবং সুন্নি"দের ভেতর যুদ্ধ বাঁধানোর জন্য কেউ উস্কামিলূকভাবে এ কাজটি করেছে এবং তারা "ঐক্যবদ্ধ" রয়েছে। তাদের অফিশিয়াল ইংরেজি হোমপেইজের একটি আর্টিকেলে তারা লিখেছিলঃ

"আমাদের স্বীকৃত শত্রু আমেরিকা ধর্মীয় উপদলগুলোর নামে আরেকটি মারাত্মক খেলা শুরু করেছে এবং তারা দাঈশের ব্যানারে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে বিভেদ ঘটাতে চাচ্ছে। আফগানরা হচ্ছে ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী শিয়া ও সুন্নিরা হচ্ছে ভাই"।

এবং তাদের অফিশিয়াল মুখপাত্র বলেছিলঃ "আমরা ঐ সমস্ত ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা জানাই যা আমাদের জাতিকে বিভিন্ন গোত্র ও দলে বিভক্ত করে ফেলে। এই কাজগুলো কেবল জাতির শত্রুদের দ্বারাই হয়ে থাকে"। [কাবুলের বিস্ফোরণের সাথে মুজাহিদিনদের কোন সম্পর্ক নেই,এটা স্পষ্টতই গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর পায়তারা]

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা আফগান রাফেজীদের সাথে জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এবং যে কেউ এই ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে, তারাই জাতির শত্রু হিসেবে পরিগণিত হবে।

আশুরার দিনে রাফেজীদের উপর এক বরকতময় হামলার পর, জাতীয়তাবাদী তালেবান সাথে সাথে এর তীব্র নিন্দা জানায় এবং "শিয়া ও সুন্নি"দের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই, এই মর্মে রাফেজীদের আশ্বস্ত করে তারা লিখেছিলঃ

১। "ইসলামিক ইমারত এই দুটো ঘটনায় ভুক্তভোগী এবং সংক্ষুব্ধ পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছে এবং সেই সাথে এই ধরনের সকল কর্মকান্ডের বিরুদ্ধেও ব্যাপকভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করছে।

২। ইসলামিক ইমারত এই ঘটনাগুলোকে আফগানিস্তানের দখলদার ও শত্রুদের কর্মকাণ্ড এবং পরিকল্পনা বলে মনে করে। এটি প্রত্যেক নাগরিককে তাদের ইসলামিক দায়িত্ব পালন করতে বলে, তারপর জাতীয় দায়িত্ব এবং একে অপরকে সহযোগিতা করতে বলে যেন এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। কারণ এই ঘটনার মত শত্রুদের কর্মকান্ডগুলো আমাদের সমস্ত নাগরিক এবং মাতৃসম আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৩। ইসলামিক ইমারত এই ঘটনার পর আফগানিস্তানের শিয়া সম্প্রদায়ের সমস্ত আলেম এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের পূর্ণ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানায় এবং তাদের জনগণকে এই বার্তা দিতে বলে যে, এটা শিয়া এবং সুন্নিদের মধ্যকার কোন শত্রুতা থেকে ঘটে নি। তাদের শত্রু দলের কিছু নিজস্ব লোকের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্যে কর্ণপাত করা উচিত নয়, যারা এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক এবং গৃহ সংঘাত হিসেবে চিত্রায়িত করে। এই এজেন্টরা মূলত তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং মনিবকে খুশি করার জন্য এমন কাজ করে থাকে।

৪। ইসলামিক ইমারত প্রত্যেক মুজাহিদকে তাদের কাজ এবং দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন এই ধরনের ঘৃণ্য কাজের পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে"। [ইসলামিক ইমারতের শূরা সদস্যদের জরুরি সম্মেলনের প্রতিবেদন এবং আশুরার দিনে কাবুল ও মাজার-ই শরিফে দুটি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত বিবৃতি থেকে]

সার সংক্ষেপে, তারাঃ

- মৃত রাফেজীদের পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছিল এবং ব্যাপকভাবে এই ধরনের সমস্ত কাজের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করেছিল।
- তারা আহলে সুন্নাহ এবং রাফেজীদের মত দলগুলোর সবাইকে তাদের জাতীয় দায়িত্ব পালনে এবং মুজাহিদিনদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা করতে আহবান জানায়, যাদেরকে তারা মাতৃসম আফগানিস্তান এবং এর নাগরিকদের শত্রু মনে করে।
- তারা রাফেজীদের আলেম এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে তাদের নিজেদের লোকদের কাছে এই সত্য তুলে ধরতে বলে যে, আহলে সুন্নাহ এবং আহলে রাফেজীদের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই। একত্ববাদী (তাওহিদ) এবং বহুদেববাদী (শির্ক) দের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই।

- তারা তাদের সৈনিকদের রাফেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদে না জড়াতে নির্দেশ দেয়।

রাফেজীদের জন্য প্রতিশোধঃ

যদি আপনি মনে করেন, তালেবান উজবেকিস্তান ইসলামী আন্দোলন (আইএমইউ) এর বিরুদ্ধে এ কারণে যুদ্ধ করেছিল যে তারা ইসলামিক স্টেটের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে, তাহলে আপনি ভুল জানেন। সত্য ছিল এটাই যে উজবেকিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট ৭ জন রাফেজী সদস্যকে অপহরণ করেছিল, তাই জাতীয়তাবাদী তালেবান রাফেজী বাহিনীদের সাথে সৈন্য সমাবেশ করে এবং উজবেকিস্তান মুভমেন্টের মুহাজির ও আনসারদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে , তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের হত্যা করে, তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং তারপর তালেবান তাদের অফিশিয়াল হোমপেইজে দম্ভ করে তা প্রকাশ করে, যা কাবুল সরকার (অর্থাৎ আফগান সরকার) ৯ মাস ধরে করতে পারছিল না (৭ জন রাফেজী কে উদ্ধার করা)। "তালেবান ছোট্ট একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তা করে ফেলে। এলাকার স্থানীয়রা (রাফেজী) সাক্ষ্য দেয় যে, তারা দাঈশ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তালেবানের সামরিক অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং পরে স্থানীয় প্রভাবশালী (রাফেজী) প্রবীণদের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছিল"।

একটি সাক্ষাৎকারে জাতীয়তাবাদী তালেবানের অফিশিয়াল মুখপাত্র জাবিহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা তেহরানকে (রাফেজী-মাজূস ইরান) সাহায্য করছে কি না, সুনির্দিষ্ট এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন;

"আমরা পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাস করি অথবা মনে করি যে আমেরিকান দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলকে প্রতিরোধ করবে (ইসলামিক স্টেট, যাকে তারা আমেরিকার এজেন্ট হিসেবে অভিযুক্ত করে)"

তালেবান যা করে বা বলে তা জিহাদের ইহুদী দল আল-কায়দার ঘাড়েও এসে বর্তায় কারণ তারা তালেবানের কাছে বায়াতবদ্ধ এবং তাদের নীরবতা হচ্ছে এর অনুমোদনস্বরুপ এবং স্বীকৃতিস্বরুপ। এবং আজ পর্যন্ত তালেবানের বক্তব্য বা কাজের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের বিবৃতি কিংবা দৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয় নি।

الشرق الأوسط: هل الحركة تنسق مع طهران لمحاربة داعش في أفغانستان؟

ذبيح الله مجاهد: خلال مقاومة الإمارة الإسلامية الجهادية والتي استمرت لخمسة عشر عاماً لم يوجد أي تنسيق استخباراتي ولاعسكري بين الإمارة الإسلامية والدول المجاورة أو غيرها، لكننا نتوافق مع التعاون أو الفكر الذي يؤدي دوراً إيجابياً في مواجهة الإحتلال الأمريكي وإحباط مخططاته الإستخباراتية، ما دام ذلك لا يصادم ثوابتنا الإسلامية العليا ومصالحنا الوطنية.

শার্ক আল আওসাত থেকে তালেবানের মুখপাত্রের সাক্ষাৎকারঃ

প্রশ্নঃ আফগানিস্তানে দাঈশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তেহরানের (ইরান) সাথে কোন সমন্বয় চলছে?

উত্তরঃ ইসলামিক ইমারতের প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ ১৫ বছর পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বা অন্য কারো সাথে ইসলামি ইমারতের সামরিক কিংবা তথ্য খাতে কোন ধরনের সমন্বয় হয় নি। কিন্তু এখন আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাস করি যা আমেরিকার ভোগ-দখলের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনা প্রতিরোধ করবে, যতক্ষণ না তা ইসলামিক মূলনীতি এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।

টিকাঃ প্রশ্ন ছিল ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে ইরানের সাথে তারা সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখবে কি না,এর উত্তরে তালেবানের মুখপাত্র জবাব দেয় তারা আমেরিকা এবং এর এজেন্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতায় সম্মত হয়েছে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, মুর্তাদ তালেবান ইসলামিক স্টেটকে আমেরিকার এজেন্ট হিসেবে অভিযুক্ত করে , যাদেরকে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছে আহলে সুন্নাহ এবং রাফেজী দের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে যা আমি পরবর্তীতে প্রমাণসহ তুলে ধরবো।

তালেবান এই বার্তাটি মোল্লা উমার এর নামে প্রকাশ করে (যিনি বেশ কয়েক বছর আগেই নিহত হয়েছিলেন) –

“ধূর্ত শত্রুরা তাদের ঘৃণিত চক্রান্ত মুসলিমদের উপর আরোপ করেছে এবং তাদের এই সুযোগ দেওয়া যাবে না যাতে তারা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদের আগুন জ্বালাতে পারে। আমেরিকার নীতিমালার একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে ইরাকের মুসলিমদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা এবং তাদের উপর শিয়া-সুন্নি লেবেল এটে দেওয়া এবং আফগানিস্তানের মুসলিমদের পশতুন, তাজিক, হাজারাহ এবং উজবেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাতে তাদের প্রখরতা এবং শক্তি কমে যায়, সেই সাথে সশস্ত্র সাথীদের সহনশীলতাও। [...] এসব কারণে, আমি ইরাকের ভাইদের অনুরোধ করতে চাই আপনারা শিয়া-সুন্নি দ্বন্দের কথা ভুলে যান এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন,আর ঐক্য ছাড়া বিজয় সম্ভব নয়”। [ইরাক এবং আফগানিস্তানের মুজাহিদদের প্রতি একটি বার্তা]

তারা দাবি করে আমেরিকানদের নীতি হচ্ছে মুসলমানদের শিয়া এবং সুন্নি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা এবং তারা মনে করে রাফেজীদের সাথে ঐক্যের মাধ্যমেই কেবল বিজয় সম্ভব। অথচ যারা কিনা আল্লাহর সাথে শির্কে লিপ্ত এবং উম্মুল মুমিনিনদের উপর অপবাদ আরোপ করে এবং সাহাবা (রাঃ) দের উপরও, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তাই স্বাভাবিকভাবেই, ইরাকের মুজাহিদিনগণ তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, বরং তারা সেই অনুরোধ এবং দায়িত্ব গ্রহণ করলেন যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করতে এবং তাদেরকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করতে, যেখানে মুর্তাদ তালেবান ইবলিশ শয়তানের অনুরোধ রেখেছিল এবং রাফেজীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং শিয়া-সুন্নি মতবাদকে পরিত্যাগ করে রাফেজীদের ভাই বলে সম্বোধন করেছিল এবং রাফেজীদের শত্রু মুজাহিদিনদের তারা নিজেদের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেছে।

الرئيسية » بيانات ورسائل » بيان الإمارة الإسلامية حول تمديد عقوبات مجلس الأمن بالأمم المتحدة

بيان الإمارة الإسلامية حول تمديد عقوبات مجلس الأمن بالأمم المتحدة

مدد مجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي 21 / 12/2015م عقوباته الباطلة على إمارة أفغانستان الإسلامية في الوقت الذي تنفتح الآمال نحو الصلح الدائمي بالتزامن مع التقدم للمجاهدين في البلد، وأن الآمال الذابلة للشعب الأفغاني في حالة استعادة الحياة.

إدارة كابل غير المؤهلة هي الأخرى رحبت بهذا الإقدام الجائر لمجلس الأمن أيضا، وطالبت مزيداً من العقوبات على الإمارة الإسلامية.

من جهة أخرى فإن القوات الوحشية للاحتلاليين متورطة بشكل مباشر في معارك هلمند، تقصف عامة الناس قصفاً عشوائياً. عملياتها ومداهماتها الليلية جارية في مختلف الولايات، وتوجد تقارير تشير إلى نقل الدواعش إلى ننجرهار بواسطة مروحيات، في الوقت الذي تخضع مطارات وأجواء البلد لسيطرة الاحتلاليين، إذاً هذا دليل واضح بأن الاحتلاليين هم أصحاب القرار من وراء داعش.

تستنكر إمارة أفغانستان الإسلامية عقوبات مجلس الأمن، والتحركات الجديدة للعدو بأشد العبارات، وتلفت عناية واهتمام شعبها الأبي، وشعوب العالم، والقدرات المحبة للسلام إلى العقبات الجديدة في وجه الصلح الحقيقي والدائم:

- القرار الجائر الآنف الذكر لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.
- الشعارات المناوئة للصلح من قبل بعض المجموعات في إدارة كابل، وكذلك من قبل حاميي تلك الإدارة.
- التحركات الأخيرة للاحتلاليين ذات الصلة باستمرارية القتال.
- تقارير تأييد داعش من قبل الاحتلاليين وموظفي إدارة كابل.
- المشاركة المباشرة للبريطانيين في معركة هلمند.

তালেবান বলে যে আমেরিকানরা দাঈশকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সরিয়ে নিচ্ছে এবং এটা পরিস্কার প্রমাণ করে যে ইসলামিক স্টেটের পিছনে আমেরিকানরাই হচ্ছে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহিতা।

তারা এটাও বলে যে, আমেরিকানরা ইসলামিক স্টেটকে খোরাসানে রেডিও সম্প্রচারের সুযোগ করে দিয়েছে, এটাও প্রমাণ করে যে “দাঈশ হচ্ছে আমেরিকার এজেন্ট”।

হ্যা, আপনারা হাসতে পারেন ।

صوت الجهاد

إمارة أفغانستان الإسلامية

English

السياسة الخارجية للإمارة الإسلامية تمثل المصالح العليا للبلد

إن إيران دولة إسلامية

তালেবানঃ প্রকৃতপক্ষে ইরান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র এবং তারা আফগানিস্তানের সাথে সীমান্ত ভাগাভাগি করে। সমস্ত তাদলিস এবং তাবলিস অগ্রাহ্য করে তালেবানরা শুধুমাত্র বলে যে কারণ ইরানের নাম হচ্ছে ইসলামিক রিপাবলিক।

Despite all ruses and wiles, when the invading enemy faced strong resistance of the people and failed to eliminate religious, intellectual and cultural unity of the Afghan society they then re-armed unscrupulous warlords under the name of Arbakis (militias), the same militia which their media once campaigned against by calling them irresponsible warlords. Now, as the Afghan nation has totally rejected the American project of Arbakism, our avowed enemy has started another dangerous game under the name of religious sects and seeks to create split among Sunnis and Shiites under the banner of Daesh (ISIS). They are fanning to the flames of internal seditions and fighting.

By the grace of Almighty Allah, Afghans are followers of Islam and according to the teachings of Islam we are brothers and Islam is a complete code of life for us. The efforts of the invading enemy will definitely face failure because Almighty Allah has sent us rules to eliminate seditions and mischief and also has commanded us to ensure its implementation on ground.

“ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সুন্নি এবং শিয়ারা হচ্ছে পরষ্পরের ভাই”

তালেবানের অফিশিয়াল ইংরেজি পেইজে প্রকাশিত- আমেরিকা তাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, অবশ্যই দাওলার ব্যানারে।

তালেবানরা কেমন ইসলামিক শাসনের জন্য যুদ্ধ করছে তা বোঝার জন্য পুরো আর্টিকেলটি পড়ুন।

তারা আর্টিকেলে কুরআনের আয়াত এবং হাদিস ব্যবহার করেছে, তাদের রাফেজী ভাইদের উদ্দেশ্য করে; যাদের সাথে বিভেদ তৈরির জন্য আমেরিকার এজেন্ট দাঈশ কাজ করে যাচ্ছে।

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না”। (সূরা আল ইমরানঃ ১০৩)

নবী (সাঃ) বলেন, “জামায়াতের সাথে জুড়ে থাক এবং বিভক্ত হয়ো না” এবং অন্য বর্ণনায়ঃ “ঐক্য হচ্ছে করুণা এবং বিভক্তি হচ্ছে যন্ত্রনা”।

নিশ্চয়ই মুমিনরা পষ্পরের ভাই-ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। (সূরা হুজুরাতঃ ১০)

“তারা পরষ্পরের প্রতি সদয়”। (সূরা ফাতহঃ ২৯)

“তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র”। (সূরা মায়িদাঃ ৫৪)

নবী (সাঃ) বলেন, “তোমরা সন্দেহ থেকে দূরে থাক,কারণ সন্দেহ হচ্ছে সচেয়ে বড় মিথ্যা”।

অন্য বর্ণনায় নবী (সাঃ) বলেন, “মুমিনরা পারষ্পরিক দয়া, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতায় একটি দেহের ন্যায়, যখন এর এক অংশ ব্যথা পায়, তখন অন্য অংশও এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করে ঘুমহীনতা কিংবা জ্বরের মাধ্যমে”।

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

Islamic Emirate of Afghanistan

News | Weekly Analysis | Statements | Articles | Interviews and Reports | Videos | Pashto | Dari | Urdu | Arabic | Islam

Home / Weekly Analysis / Invaders still committed to flaring up seditions!!

13 Share

9 | 1 | 3 | 2

Invaders still committed to flaring up seditions!!

Our country faced many losses and sufferings during the dark period of American occupation in past fourteen year. The enemies of Islam and humanity have left no stone unturned to commit oppression and brutality. Besides outward damages, destructions, massacre and harassments, they encroached on the intellectual and cultural assets of the Afghan nation by targeting the centuries-old unity and harmony of the Afghan nation and created differences among them under the name of ethnical, geographical and lingual discrimination. They tried under different slogans to divide the Afghan society. While before this abominable American occupation, due to the blessing of Islamic system, Afghans lived with each other as brothers in an atmosphere of mutual respect in a balanced society based on ethical values.

Despite all ruses and wiles, when the invading enemy faced strong resistance of the people and failed to eliminate religious, intellectual and cultural unity of the Afghan society they then re-armed unscrupulous warlords under the name of Arbakis (militias), the same militia which their media once campaigned against by calling them irresponsible warlords. Now, as the Afghan nation has totally rejected the American project of Arbakism, our avowed enemy has started another dangerous game under the name of religious sects and seeks to create split among Sunnis and Shiites under the banner of Daesh (ISIS). They are fanning to the flames of internal seditions and fighting.

By the grace of Almighty Allah, Afghans are followers of Islam and according to the teachings of Islam we are brothers and Islam is a complete code of life for us. The efforts of the invading enemy will definitely face failure because Almighty Allah has sent us rules to eliminate seditions and mischief and also has commanded us to ensure its implementation on ground.

Allah, the Almighty has commanded us:

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا} (آل عمران- ١٠٣)

"Hold fast all together to the bond of Allah and let nothing divide you" (Surah 3, Verse 103)

The prophet (Peace be upon him) says:

(عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة). رواه الترمذي ، وفي رواية (الجماعة رحمة والفرقة عذاب)

"Adhere to the Jamaah, beware of separation" and in another narration: "community is mercy and split torment".

In various Quranic Verses and Sayings of the Holy Prophet (peace be upon him), believers have been commanded to preserve unity and solidarity and to keep themselves away from hypocrisy, internal differences and egoism. So it is necessary and obligatory for every Muslim to put their differences aside or at least refer to the teachings of Quran and Sunnah as per the commandment of Almighty Allah and to maintain unity of ranks.

As to all believers, Allah, the Almighty has commanded us to demonstrate our cordiality and fraternity with them; He, the Almighty has made us brothers to each other and commanded us to put an end to our internal differences.

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الحجرات-١٠)

"The believers are brethren. Make peace among your brethren and fear Allah, so that you may be shown mercy". (Surah 49, Verse 10)

It is the responsibility of believers to prevent internal fighting and take serious actions against the group who is not submitting to the commandments of the Almighty Allah.

Islamic Sharia demands justice, humility, lenience, obedience of the Amir and good ethics while urges Muslims to avoid skepticism, self-pride, lust of power, treason and other vilified attitudes.

رحماء بينهم} ٢٩, سورة الفتح}.

"Merciful to one another". (Surrah 48, Verse 29)

أذلة على المؤمنين} 54, سورة المائدة}.

"Humble toward the believers". (Surrah 5, Verse 54)

The Prophet (peace be upon him) says: إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث) رواه البخاري).

"Beware of suspicion, for suspicion is the worst of false tales"

In another narration the Prophet (peace be upon him) says:

(مثلُ المؤمنين في توادّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد ، إذا اشتكى منه عضو: تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى). رواه بخاري ومسلم.

"The example of the faithful in their mutual empathy, mercy, and sympathy, is like the [single] body, when one organ complains [from injury] the rest of the organs empathize through sleeplessness and fever.

Likewise, numerous narrations teach believers that they should not fight each other rather forgive one another.

As we all Afghans demand Islamic system therefore it is necessary to start (its implementation) upon our own selves, our families and friends. First of all, we should put an end to our internal disputes; trust each other; counter intrigues; give sacrifice for sake of establishment of Islamic system and if in case, we have been oppressed or our rights have been violated, we must abide by through legitimate and legal channels and if it does not happen we have to be patient for the sake of the Almighty Allah and Islamic system. The Prophet (peace be upon him) says:

(إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني علي الحوض) رواه البخاري، ومسلم والترمذي و النسايي.

"After me you will see preferential treatment, so be patient till you meet me at Al-Hawd(cistern).

We should all abide by these sacred Verses and Hadiths. If God forbid we give up the lofty goal which is the establishment of Islamic system, we will face disgrace in this world and the Hereafter.

Recent Posts

Afghanistan in the month of January 2016
February 18, 2016

Reports about Mujahideen infighting and arrest of commanders are fabricated
February 17, 2016

Report by Human Right Watch concerning recruitment of Child Soldiers in ranks of Islamic Emirate is baseless
February 17, 2016

Statement of Islamic Emirate regarding the 27th anniversary of the Soviet defeat
February 15, 2016

We reject partial civilian casualty report of UNAMA
February 14, 2016

Latest Posts

At least 8 killed, 8 more wounded in separate episodes

5 killed, 4 hurt as enemy offensive repelled in north

Arbakis leave 2 civilians wounded in Ghazni

2 killed, 3 injured in Nangarhar province

2 killed, 3 injured in Wardak attacks

Arbaki commander dies of life-threatening wounds

Arbaki commander wounded in bomb attack

Two Arbakis surrender to Mujahideen

NDS officer killed in Khost

Two enemy posts comes under in Kunar

7 vehicles destroyed as fleeing convoy under attack

Landmine destroys APC in Gerishk

IED destroys APC in Nawzad

Hireling commander killed by sniper in Badghis

Gunman killed in Bala Baluk

4 days long gunfight still underway in Badghis, 7 motorbikes seized

3 wounded as enemy offensive repelled in Faryab

Stooges kidnap 3 villagers in Maiwand, clinic destroyed

3 ANP gunmen killed in Nahr Siraj, equipment sized

Sniper fire kills 2 policemen in Helmand

Featured Video

Skin image not found: data:image/png;base64,iVB
beta.archive.org/web/20160120164753/https://B/A3N

(সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা স্ক্রিনশটঃ http://imgur.com/gHK17r2)

Blasts in Kabul have nothing to do with Mujahideen, it is a plot to ignite civil war

in News, Top News July 23, 2016 112 Views

Today 3 blasts targeted a large demonstration in Kabul city, inflicting casualties on a large number of our countrymen.

We wish to make clear that the Mujahideen of Islamic Emirate have no hand in this incident. At the same time we strongly condemn all acts of cynicism which seek to divide the nation into ethnic groups and sides and then pushed into war. Such incidents are carried out by enemies of the nation and is a deplorable step.

Spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan

Zabihullah Mujahid

খোরাসানের ঘৃণিত রাফেজীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বরকতময় অভিযান পরিচালনার পর, তালেবানের পক্ষ থেকে নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই তারা বিষয়টিকে আহলে সুন্নাহ এবং শিয়াদের মধ্যে বিভেদ তৈরির অপচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছে, যেন আমরা না থাকলে তারা চিরকালের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকতো এবং যারা এই বরকতময় হামলা করেছে তাদেরকে তারা জাতির শত্রু হিসেবে দেখে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, যে একজন মুশরিককে সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তাদের সাথে বসবাস করে সে তাদেরই একজন। [আবু দাউদ]

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রঃ) "রিসালাহ আসলু দ্বীন আল-ইসলাম ওয়া ক্বা'ইদাতুহু" এ বলেন,

আসলু দ্বীন আল ইসলাম এবং এর মূলনীতির দুটি প্রধান দিক রয়েছেঃ

প্রথম দিকঃ এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে যার কোন শরিক নেই, এর প্রতি উদ্দীপনা থাকতে হবে, এর উপর ভিত্তি করে বন্ধু বাছাই করতে হবে এবং যারা এই বিষয়টা ত্যাগ করে তাদের তাকফির করতে হবে।

দ্বিতীয় দিকঃ আল্লাহর ইবাদতে শির্কের বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়া, এর প্রতি কঠোর হওয়া, এর উপর ভিত্তি করে শত্রুতা করা এবং যে এতে লিপ্ত হয় তাকে তাকফির করা।

তাহলে তালেবান কিভাবে মুসলিম হতে পারে, যখন তারা মুশরিক রাফেজীদের সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করেছে, অথচ আসলু দ্বীনে বলা হয়েছে তাদের প্রতি বা'রা এবং শত্রুতা পোষণ করতে ঐ সমস্ত মুজাহিদিনদের পরিবর্তে, যারা এই ঘৃণ্য রাফেজীদের বিরুদ্ধে বরকতময় হামলা পরিচালনা করে। অথচ তাদের প্রতিই তালেবান বা'রা এবং শত্রুতা পোষণ করে।

রাফেজীরা তালেবানদের বাহিনীতে যোগদান করে এবং একই জাতীয়তাবাদী ব্যানারের নিচে তারা পাশাপাশি যুদ্ধ করে।

(তাদের লক্ষ্যের সাথে ব্যবহৃত ব্যানারের আক্ষরিক অর্থে কোন মিল নেই, তাই কেউ আমার কথা প্যাঁচাবেন না)

(আল-জাজিরার ভিডিও প্রতিবেদনে দেখাচ্ছে রাফেজীরা তালেবানের বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, এই যোগদান কেবল জাতীয়তার ভিত্তিতে নয় বরং একই পতাকার তলে তারা সমবেত হচ্ছেঃ https://www.youtube.com/watch?v=zXQpZv2dJMc)

---

1. The Leadership Council of Islamic Emirate wants to extend its condolence to the affectees and once against strongly condemns such acts.
2. Islamic Emirate considers such incidents the plots and acts of the invaders and the enemies of Afghanistan and calls on all its countrymen to lend each other hands and cooperate with each other in preventing such incidents in accordance with their national and religious duty because such acts of the enemy are against all our countrymen and are detriment to our beloved Afghanistan.
3. Islamic Emirate personally asks the scholars and leaders of Afghanistan's Ahl Tashi' (Shiite) to be very vigilant regarding this matter and they should inform their people that this incident can never be considered a topic of enmity between Sunni and Shiite. They should never lend an ear to the internal agents who want to paint this as an internal and religious strife for serving their own interests and for pleasing their masters.
4. Islamic Emirate gives guidance to all of its Mujahideen to pay attention to preventing such acts from taking place alongside their other duties.

আশুরার দিনে রাফেজীদের উপর একটি বরকতময় হামলার পর ২০১১ সালে প্রকাশিত তালেবানের একটি বিবৃতিতে তালেবান মুভমেন্ট এটি প্রকাশ করেছিল ।

এই বিষয়টা টুকে রাখুন, মুজাহিদিনরা তাদের জন্য অজুহাত পেশ করছিল, কারণ তালেবান এক সময় শরীয়াহ কায়েম করেছিল (অতীতে) এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল- অবশ্যই ২০১৫ সালে এসে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যায়, যখন তারা মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, এমনকি এখনো রাফেজীদের প্রতি তাদের বন্ধুত্ব রয়েছে এবং যারা রাফেজীদের আক্রমণ করে, তাদের প্রতি তারা শত্রুতা পোষণ করে, এভাবে তারা তাদের মুর্তাদ জাতীয়তাবাদী আদর্শের স্বরুপ উন্মোচন করে দিয়েছে।

সম্পূর্ণ বিবৃতিঃ "নেতৃত্ব পরিষদের সম্মেলনে প্রতিবেদন এবং আশুরায় সাম্প্রতিক বোম্বিং করা নিয়ে বিবৃতি"

https://jihadology.net/2011/12/11/new-statement-from-the-islamic-emirate-of-afghanistan-report-on-the-gathering-of-the-leadership-council-and-its-statement-regarding-the-recent-bombings-on-%CA%BBashura/

২ নাম্বার পয়েন্টে দেখুন কিভাবে তারা রাফেজী, সুন্নিসহ সমস্ত দেশবাসীকে পারস্পরিক সহযোগিতার আহবান জানাচ্ছে যেন রাফেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রতিরোধ করা যায় এবং ঐ মুজাহিদদের প্রতিহত করা যায়, যারা তাদের প্রিয় আফগানিস্তান জাতির বিরুদ্ধে শত্রুতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩ নাম্বার পয়েন্টে দেখুন, কিভাবে তারা রাফেজীদের আলেম এবং নেতাদেরকে আহবান করছে, যেন তারা তাদের জনগণকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে শিয়া এবং সুন্নিদের মধ্যে কোন দ্বন্দ নেই। সুবহানাল্লাহ আহলুল সুন্নাহর বিরুদ্ধে কত জঘন্য মিথ্যাচার, আহলুল সুন্নাহ এবং শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সবসময় শত্রুতা থাকবে, যতক্ষণ না তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।

আপনারা কি এই লোকটিকে চিনেন? আল-মুজাহিদ উসমান গাজি (আল্লাহ তাকে কবুল করুন), উজবেকিস্তান ইসলামিক আন্দোলনের (আইএমইউ) নেতা।

আপনারা কি তার মৃত্যুর ঘটনা জানেন? যদি জানা না থাকে, তাহলে আমি আপনাদের জানাচ্ছি।

উসমান গাজি আইএমইউ এর পক্ষ থেকে ২০১৫ সালে ইসলামিক স্টেটের প্রতি বাইয়াতবদ্ধ হয়েছিলেন।

বাইয়াত হওয়ার আগে, তারা রাফেজী সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তিকে অপহরণ করেছিল, যেন এদের পরিবর্তে আফগানিস্তানের জাবুলের মুর্তাদ সরকার মুজাহিদিনদের পরিবারের কিছু সদস্যকে মুক্তি দেয়।

আফগান সরকার বন্দিদের মুক্তি দেয় নি, তাই মুজাহিদিন ভাইয়েরা তাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে না জানিয়েই রাফেজীদের ৭ জন পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের একটি দলকে হত্যা করে। জাবুলে রাফেজীদের হত্যার খবর প্রকাশ হওয়ার পর, রাফেজী বাহিনীর সাথে তালেবানরা মিলিত হয়ে উজবেকিস্তানের মুহাজিরিন এবং আনসারদের বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করে, তাদেরকে পাকড়াও করে এবং তাদের স্ত্রী, সন্তানসহ তাদেরকে হত্যা করে, এই সব কিছু কেবল ৭ জন রাফেজীর জন্য? অথচ মুশরিকদের জন্য কোন প্রতিশোধের বিধান নেই!

ক্রুসেডাররা আইএমইউ এর মুজাহিদিনদের ধ্বংস করার জন্য ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছিল কিন্তু তারা সফল হয় নি, অন্যদিকে তালেবানরা তাদের রাফেজী ভাইদের সাথে মিলে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তা করতে সমর্থ হয় এবং এমনকি তারা তাদের অফিশিয়াল ইংরেজি সাইটে গর্বের সাথে এই খবরও প্রকাশ করে।

মুর্তাদ তালেবান এবং রাফেজী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার শেষ মুহূর্তে একজন মুজাহিদ ভাইয়ের এক অডিও বার্তা নীচে দেওয়া হল, যেখানে বলা আছে কিভাবে তারা ঘর-বাড়িতে প্রবেশ করেছিল এবং মুজাহিদিনদের স্ত্রী, সন্তানদের হত্যা করেছিল এবং তারা বলেছিল আমিরুল মুমিনিনের উপর থেকে বায়াত উঠিয়ে নেওয়ায় তাদের এই শাস্তি।

(একজন মুজাহিদিনের পক্ষ থেকে অডিও বার্তা প্রকাশ পায়, যেখানে বলা আছে কিভাবে তালেবান এবং রাফেজীরা মিলিতভাবে রাফেজী হত্যার প্রতিশোধস্বরুপ মুহাজিরিন এবং আনসারদের স্ত্রী, সন্তানদের হত্যা করেঃ

https://www.youtube.com/watch?v=fvord46WxH0)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

Islamic Emirate of Afghanistan

Voice of Jihad

Home | News | Weekly Analysis | Statements | Articles | Interviews and Reports | Video | Pashto | Dari | Urdu | Arabic | Islam

Home / Articles / A few words about the Zabul seven protests

5 Share

A few words about the Zabul seven protests

Thousands of protesters carrying the coffins of 7 civilians killed by Daesh in Zabul province on their shoulders marched from Kabul city's Pul-e-Sokhta all the way up to the gates of Arg (Presidential Palace).

These protesters who claimed to be grieving and sympathizing with the dead demanded that the unity government build an Army Corps in Bamiyan, turn Jaghori district of Ghazni into a separate province and designate a specific hill in Kabul city in memorial of 7 Hazaras killed in Zabul.

This protest which was extensively covered by the television channel 'Tolo' was labeled by the workers of this channel the largest protest to have ever been held in the history of Kabul.

The head of the unity government as usual orally agreed to some of the demands of the protesters and deemed other demands above and beyond the capacity of government powers.

The organizers of the protest, who all hail from a single ethnic group, in reality wanted to project their force to the officials of the Presidential Palace and consolidate their power in the corridors of the unity government. If this was not the case then thousands of people have been killed way more brutally than the 7 Hazaras in the attacks of the Americans and their stooge forces over the course of the 14 year war but no one ever convened such a large protest and neither has anyone yet demanded Army Corps or creation of separate provinces.

Afghanistan has daily witnessed the death, grieving and protests of Afghans from the first day of the hideous American invasion but unfortunately, the government propped up by the Americans and forced upon the Afghans has repeatedly failed to answer the demands of the Afghan victims and protesters.

An example of this impotency of the Kabul regime which enjoys the boundless backing of the Americans and 'coalition partners' and has also signed onto the 'Bilateral Security Agreement', failed to secure the release of these same 7 kidnapped countrymen from the hands of a small number of kidnappers over the past 9 months, a task which the Taliban managed to achieve in the course of 24 hours and with a very small force.

The incompetency of the Kabul regime has reached a point that it has come to consider the release of victims due to the military operation of Taliban in Zabul province as the achievement of its own security forces!? This despite the fact that the released victims themselves and the locals of the area testify that they were delivered by the military operation of Taliban from the hands of Daesh terrorists and later handed over to local influential elders.

If the government forces were really capable of rescuing these kidnapped victims than why did they leave them in the detention of Daeshi terrorists for the past 9 months?

All in all, the officials of the powerless government are only good at generating more problems for the country instead of solving any of the countless issues at hand. The head of the unity government who himself testifies to the failures and impotency of his own government, is so uselessly feeble that he cannot even forward his own resignation to his office due of his failure at preventing the thousands of security incidents taking place throughout the country.

Such an authoritarian regime and such a powerful commander in-chief!!! is the direct result of that same American support which forced the signing the security agreement under the shadow of the ongoing occupation and in complete disagreement with the demands of government officials and the entire nation.

Recent Posts

New head and deputy appointed for Political Office — November 23, 2015
Islamic Emirate is a safeguarding force for its people — November 19, 2015
Invaders still committed to flaring up seditions!! — November 13, 2015
Clarification by Islamic Emirate concerning clashes with Deash in Zabul — November 12, 2015
Remarks of spokesman of Islamic Emirate concerning the brutalities of Kabul regime in Kunduz — November 10, 2015

Latest Posts

Doctor rescued from kidnappers in east — 23-11-15
Cruel Arbaki commander killed in Paktia — 23-11-15
Arbakis murder 3 occupants while burgling houses — 23-11-15
12 civilians abducted amid nighttime raid by enemy force — 23-11-15
Meeting on how to promote education held in Badakhshan — 23-11-15
Arbakis beat civilian to death — 23-11-15
1 large bases, 3 outposts seized in country's north — 23-11-15
6 killed, military vehicle destroyed in Kabul — 23-11-15
4 killed, 2 captured in Mujahideen attacks in north — 23-11-15
4 puppets in Uruzgan — 23-11-15
Four killed, many hurt in attacks — 23-11-15
Sniper takes out puppet in Nimroz — 23-11-15
Enemy suffer immense losses in Kunar — 23-11-15
4 arbakis including commander killed — 23-11-15

তালেবানের অফিশিয়াল ইংরেজি সাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল

তারা গর্বের সাথে প্রচার করছিল কীভাবে সরকার ৯ মাস চেষ্টা করেও রাফেজীদের মুক্ত করতে পারে নি, যেখানে তালেবানরা ২৪ ঘন্টার কম সময়ে ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়েই তা করতে সক্ষম হয়েছিল ।

(সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার স্ক্রিনশটঃ http://imgur.com/M1AvPFy)

An example of this impotency of the Kabul regime which enjoys the boundless backing of the Americans and 'coalition partners' and has also signed onto the 'Bilateral Security Agreement', failed to secure the release of these same 7 kidnapped countrymen from the hands of a small number of kidnappers over the past 9 months, a task which the Taliban managed to achieve in the course of 24 hours and with a very small force.

The incompetency of the Kabul regime has reached a point that it has come to consider the release of victims due to the military operation of Taliban in Zabul province as the achievement of its own security forces!? This despite the fact that the released victims themselves and the locals of the area testify that they were delivered by the military operation of Taliban from the hands of Daesh terrorists and later handed over to local influential elders.

If the government forces were really capable of rescuing these kidnapped victims than why did they leave them in the detention of Daeshi terrorists for the past 9 months?

তালেবান ভবিষ্যতে আমেরিকার বন্ধু হতে চায়।

৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯, মস্কো, রাশিয়ায় তালেবান মুখপাত্র শের মোহাম্মাদ আব্বাস স্ট্যানিকযাই এর একটি সাক্ষাৎকার বিবিসি তে প্রচারিত হয়। **সাংবাদিকঃ** এখন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি হয়তো আপনি তা আশা করছেন না "কেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন? যুদ্ধ চলিয়ে যাবেন না কেন"?

আব্বাস স্ট্যানিকযাইঃ আমরা জানি যে আমদের ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, অতীতে অভিজ্ঞতাও আছে। তাই সমগ্র দেশ দখল করে, পুরো দেশ বলপূর্বক ক্ষমতায় নিয়ে গেলে কাজ হবে না। কারণ এটি আফগানিস্তানে শান্তি আনবে না। আমরা সম্পূর্ণ সামরিকভাবে একটি বিজয় চাই না। তাই আমরা একটি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে টেবিলে বিষয়গুলো সমাধান করতে চাচ্ছিলাম। যাতে বিদেশি বাহিনীর প্রত্যাহারের পর আফগানদের মধ্যে কোন যুদ্ধ না হয়। সেখানে চিরস্থায়ী শান্তি থাকবে।

সাংবাদিকঃ এবং এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৈধতার ইস্যু। আপনি কি মনে করেন যদি আপনারা শান্তিপূর্ণ সমাধান নিয়ে আসেন তবে ভবিষ্যতে সরকারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা আরও সহজ হবে? শেষবার শুধুমাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় দেশ তালিবানদের স্বীকৃত দেয়।

আব্বাস স্ট্যানিকযাইঃ আমরা এটাই চাই। যদি ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে সরকার আসে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সেই সরকারকে সমর্থন দেয়, আমি খুবই আশাবাদী যে এটি সমগ্র বিশ্বের স্বীকৃতি পাবে। এবং এর ভাল সম্পর্ক থাকবে বিশেষভাবে প্রতিবেশীদের সাথে, পার্শবর্তী অঞ্চলের সাথে, সারা বিশ্বের সাথে। এমনকি আমেরিকার সাথে। আমরা আমেরিকাকে বলেছি, আমরা খলিলযাদ ও তার টিমকে বলেছি যে আমরা আফগানিস্তান থেকে আপনাদের বাহিনী প্রত্যাহার চাই কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে আপনাদের বন্ধু হতে চাই। তাই আমেরিকানদের আফগানিস্তানে ফিরে আসা উচিৎ এবং আমাদের সাথে কাজ করা এবং আফগানিস্তানের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন করা উচিৎ।

সম্পূর্ণ ভিডিওঃ

https://www.youtube.com/watch?v=Rk2QhECbTtI&fbclid=IwAR3wBqGK7spT_kp2FxdesOYYpwdAQomQByDdMsxbZF-dCUmU5NcAII8jm24

"যুদ্ধ শেষ হবে এবং তালেবান যোদ্ধারা আফগান সেনাদের বিভিন্ন র‍্যাঙ্কে যোগ দেবে, যদি উভয় পক্ষ আফগানিস্তান থেকে বিদেশী বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য একটি চুক্তি সাক্ষর করে"- **তালিবান মুখপাত্র**

সংবাদ লিঙ্কঃ

https://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-sees-troop-withdrawal-key-peace?fbclid=IwAR3iUahmk-nMIk6mN5XpnQtAZLivuW1_LC9uHPpmUITP5dnLhDpWRrHvLmM

A Taliban spokesman says their fighters will join the Afghan army after a peace deal.

RELATED NEWS

Troop Withdrawal 'Dominates' US-Taliban Talks In Qatar >

Countdown Begins For Qatar Talks Amid Rising Hopes >

On the third day of the talks between US negotiators and Taliban members in Doha, the two sides continued their discussions on foreign forces withdrawal and assurance to the US that Afghanistan's territory will not be used as a threat against any other countries following a peace deal.

Suhail Shaheen, a spokesman for Taliban's political office in Qatar, told reporters in Qatar that the war will come to an end in the country and the Taliban fighters will join the ranks of the Afghan army if the two sides sealed an agreement on the withdrawal of foreign forces from Afghanistan.

২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯, কাতারের দোহায় কাতারের তালিবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের একজন মুখপাত্র সুহাইল শাহীন সাংবাদিকদের বলেন, কার্যকরী গ্রুপগুলো কথা বলছে। আজ তারা তাদের আলোচনা শুরু করে। আলোচনা হচ্ছে আফগানিস্তানের বিদেশি সেনাদের প্রত্যাহারের ব্যাপারে এবং আফগানিস্তানের ভূমি যেন অন্য কোনও দেশ ব্যবহার করতে না পারে সেই বিষয়ে। আমাদের মূল ইস্যু দুটি। আফগানিস্তান থেকে সব বিদেশী বাহিনী প্রত্যাহার আমাদের একটি মূল ইস্যু। এবং আমেরিকার মূল ইস্যু হচ্ছে আফগানিস্তানের মাটি আমেরিকানদের বিরুদ্ধে এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার না হওয়া। যখন দখলদারিত্বের অবসান হবে, আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্যদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হবে এবং দেশে আফগান-সমন্বিত ইসলামিক সরকার হবে। আমি মনে করি যে কোনও সামরিক অভিযান ও যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। সুতরাং দেশে একটি টেকসই শান্তি থাকবে এবং সমস্ত সামরিক লোক এবং আমাদের লোকজন জাতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সম্পূর্ণ ভিডিওঃ

https://www.youtube.com/watch?v=9Rd-aFB8jQw&fbclid=IwAR2AOwPsfVfbgHC1rEltfYZlCmHJEWBKM6S4gj-FwqA_OjfSmldH02J51-c